যোয়েল গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - নম্বর নয়

Jeff Pippenger
2025-12-11

নয় নম্বর

যোয়েল গ্রন্থের এই ভূমিকায় আমি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যেখানে প্রথম আটটি প্রবন্ধের কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা এবং এখন যখন আমরা এটিকে আরও সরাসরি আলোচনায় নিচ্ছি, তখন যোয়েল গ্রন্থ থেকে আমাদের কী প্রত্যাশা করা উচিত তা নির্ধারণ করা দরকার; আর তারপর, অবশ্যই, দানিয়েল ১১:১১–১৬-এ উল্লিখিত রাফিয়া ও পানিয়ামের যুদ্ধের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কী?

আমরা আঙ্গুরখেতের গানের উপর গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে 'অভিজ্ঞতা'কে একটি 'গান' দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মোশির গান ও মেষশাবকের গান গায়; আর এটি আসলে যোহনের ভাষায় যিশাইয়ার আঙ্গুরখেতের গানকেই উপস্থাপন করা। প্রতিটি প্রধান নবী তাদের গ্রন্থের সূচনায় ইস্রায়েলের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তিরস্কার উচ্চারণ করেন; বা এও বলা যায়, প্রতিটি প্রধান নবী প্রথমেই আঙ্গুরখেতের গানটি গেয়ে ওঠেন। আমি মনে করি, যোয়েলের প্রথম অধ্যায়ে আঙ্গুরখেতের গানটি আঙ্গুরখেতের গান-সংক্রান্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ঘাটন। আমি ঠিক বলছি কি না তা বলতে পারি না, কিন্তু আমি এ বিশ্বাসে আছি কারণ যোয়েল পুস্তকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংযোগগুলি যেন এক ধরনের চাবি—বা হয়তো বহু স্পোককে ধরে রাখার জন্য একটি অক্ষ—রূপে উপস্থিত। যোয়েলের সাক্ষ্য শুধু অন্যান্য সমান্তরাল রেখার সঙ্গে সংযোগই স্থাপন করে না, বরং মনে হয় একটি প্রসঙ্গবিন্দুও নির্ধারণ করে, বিশেষত প্রথম অধ্যায়ে আঙ্গুরখেত ধ্বংস হওয়ার প্রতীকবাদের মাধ্যমে, এবং পরবর্তী দুই অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রে 'পশুর মূর্তি'র পরীক্ষাকাল এবং বিশ্বের জন্য 'পশুর মূর্তি'র পরীক্ষাকাল—উভয়টিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এই সবই আঙ্গুরখেতের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত; আর কোনো আঙ্গুরখেত বৃষ্টি না পেলে সেটি জীবন্ত আঙ্গুরখেত থাকে না।

আমরা ‘কতকাল?’ প্রতীকে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালটির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছি। ‘কতকাল’ সম্পর্কে এই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আমি অনুভব করছি, যাতে সেই ‘শীর্ষপ্রস্তর’-এর ওপর জোর দেওয়া যায়, যা ছিল এবং যা এখনো ভিত্তি ও কর্ণধারও বটে। বর্তমানে যে ‘মধ্যরাত্রির আহ্বান’ বার্তাটির চূড়ান্ত পূর্ণ বিকাশ চলছে, সেটিই হলো ‘শীর্ষপ্রস্তর’। ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই শীর্ষপ্রস্তরই মিলারের রত্নসমূহ, যা শুরুর তুলনায় দশগুণ বেশি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

ঈশ্বরের "বিস্ময়কর কার্যাবলি"র ওপর ভিত্তি করে, শীর্ষশিলা হলো সেই রূপান্তরের ক্ষণ যখন তাঁর লোকেরা লাওদিকীয় অভিজ্ঞতা থেকে ফিলাডেলফীয় অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করে; তখনই তারা সাতের মধ্য থেকেই উদ্ভূত অষ্টম হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে যুদ্ধরত মণ্ডলী থেকে বিজয়ী মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরটাই শীর্ষশিলা। ঈশ্বরের লোকেরা যখন "শীর্ষশিলা" বার্তাটি শোনে ও দেখে, এবং তা তাদের চোখে বিস্ময়কর হয়ে ওঠে, তখনই এই

রূপান্তর সম্পন্ন হয়। "শীর্ষশিলা" বার্তাটি হিল চূড়ান্ত শিখর, কারণ এটি প্রতীকী "শীর্ষশিলা" সম্পর্কিত সব সত্যকে একত্র করে। "সাতবার" বার্তাটি ছিল মিলারের ভিত্তিপ্রস্তর, এবং সেটিই হওয়ার কথা ছিল মিলারপন্থীদের শীর্ষশিলা। পেন্টেকস্ট ছিল পেন্টেকস্টের সময়কালের শীর্ষশিলা; তেমনি, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাসংবলিত মিলারপন্থী আন্দোলনের শীর্ষশিলা ছিল "মধ্যরাত্রির ডাক"।

যে ৪৬ বছরের সময়কালে খ্রিস্ট প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলারাইট মন্দির নির্মাণ করছিলেন, তার শিখর বা চূড়াপাথর হিসেবে সেই চূড়াপাথরই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির নির্মাণে খ্রিস্টের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠতে ছিল। ওই ভিত্তিপ্রস্তর ১৮৪৪ সালে স্বর্গের পথ আলোকিত করার আলো হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল, এবং এই কারণে পৃথিবীর শেষকালে ঈশ্বরের লোকদের বিশ্রাম পেতে ‘পুরোনো পথ’-এ ফিরে আসতে হবে। যখন তারা মিলারাইটদের অগ্রদূতদের ইতিহাসে ফিরে যায়, তখন তারা দেখতে পায় যে ‘মধ্যরাতের ডাক’-এর বার্তাই ছিল সেই ভিত্তিমূলক ইতিহাসের শিখর। মধ্যরাতের ডাক ছিল পবিত্র আত্মার বর্ষণের একটি প্রকাশ। যখন কোনো আত্মা ‘পুরোনো পথ’-এ ফিরে যায় এবং পথের শুরুতে বা ভিত্তিস্থলে স্থাপন করা সেই ‘উজ্জ্বল আলো’ খুঁজে পায়, তখন সে মধ্যরাতের ডাককে খুঁজে পায়, যাকে যিরমিয়াহ ‘বিশ্রাম’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

> “পথের শুরুতে তাঁদের পশ্চাতে এক উজ্জ্বল আলো স্থাপন করা ছিল, যা সম্বন্ধে এক স্বর্গদূত আমাকে বললেন যে সেটি ছিল ‘মধ্যরাত্রির ধ্বনি।’ এই আলোটি সমগ্র পথ জুড়ে জ্বলছিল এবং তাঁদের পদক্ষেপের জন্য আলো দিত, যাতে তাঁরা হোঁচট না খান। ”

> "যদি তারা যীশুর দিকে চোখ স্থির রাখত, যিনি তাদের ঠিক সামনে থেকে শহরের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তবে তারা নিরাপদ থাকত। কিন্তু অল্প পরেই কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বলল যে শহরটি অনেক দূরে, আর তারা আশা করেছিল এর আগেই সেখানে প্রবেশ করবে। তখন যীশু তাদের উৎসাহ দিতেন তাঁর মহিমান্বিত ডান বাহু উঁচু করে, আর তাঁর বাহু থেকে এমন এক আলো বেরিয়ে আসত যা অ্যাডভেন্ট দলের ওপর দোলা দিত, আর তারা চিৎকার করে বলত, 'হাল্লেলুয়া!' অন্যরা অবিবেচকভাবে তাদের পেছনের আলোকে অস্বীকার করল এবং বলল যে এতদূর পর্যন্ত তাদেরকে ঈশ্বরই নিয়ে আসেননি। তাদের পেছনের আলো নিভে গেলে, তাদের পদযুগলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলে রেখে, আর তারা হোঁচট খেলে এবং চিহ্নটিও যীশুকে আর দেখতে পেলে না, এবং পথ থেকে পড়ে নিচের অন্ধকার ও দুষ্ট জগতে গিয়ে পড়ল।" এলেন জি. হোয়াইটের খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাসমূহ, ৫৭।

মিলারাইট ইতিহাসের শীর্ষপ্রস্তরই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর। ১৭৯৮ সালে তিন স্বর্গদূতের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে রবিবারের আইনকালে পবিত্রস্থান শুদ্ধিকরণের পরিপূর্ণতায় বিজয়ী মণ্ডলী উত্থিত হওয়া পর্যন্ত, পথটি মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তার আলোয় উদ্ভাসিত থাকে; কারণ দৃষ্টান্তটি অ্যাডভেন্টবাদের বিষয়ে, এবং রবিবারের আইন-সংকটকালে যখন মানবজাতির জন্য অনুগ্রহের সময় বন্ধ হয়ে আসে, তখন কীভাবে ঈশ্বর এমন এক জনগোষ্ঠীকে উত্থিত করেন যারা তাঁর চরিত্রকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে।

পথে যিশু পথ দেখাচ্ছেন এবং তিনি তাঁর মহিমান্বিত ডান বাহু উঁচু করে পথটিকে আলোকিত করে চলেন। অতএব পথের শুরুতে একটি উজ্জ্বল আলো আছে এবং পথের শেষের দিকে নিয়ে যায় এমন একটি উজ্জ্বল আলোও আছে। আলফা ও ওমেগা হিসেবে যিশু শুরুর মাধ্যমে শেষকে চিত্রিত করেন, তাই পথের দুই প্রান্তের আলোই মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা।

প্রথম স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে আগমন করে ঘোষণা করল যে তাঁর বিচার করার সময় এসে গেছে, "বলল ... তাঁর বিচার করার সময় এসে গেছে।" বিচার-সময় ১৭৯৮ সালে এলো, এবং এটি শুরু হলে খ্রিস্ট ও তাঁর নতুন কনে—ফিলাডেলফীয় মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদ—এর মধ্যে বিবাহের সূচনা হলো। খ্রিস্টের বিবাহ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল এবং ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত কনেকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কনে ছিল ফিলাডেলফীয়, কারণ খ্রিস্টের কনের বিরুদ্ধে কোনো ভর্ৎসনা ছিল না, কারণ সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল; সে ছিল পবিত্র। বিচারের ঘোষণা আসলে সেই বিবাহের ঘোষণাই, যার সূচনা ১৭৯৮ সালে এবং যার পরিণতি ১৮৪৪ সালে ঘটেছিল।

মিলারবাদী আন্দোলনের জন্য ভিত্তির আলো এবং শিলাপাথরের আলো ছিল বিবাহের ঘোষণা—মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা। মধ্যরাত্রির আহ্বানটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের যেমন ভিত্তি ও শিলাপাথর ছিল, তেমনি মিলারবাদী ইতিহাসেও; এবং মিলারবাদী ইতিহাসের শিলাপাথরটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর, একই সঙ্গে সেই ইতিহাসের শিলাপাথরও। শিলাপাথর স্থাপতি হলে মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হয়, এবং সেই শেষে "বিস্ময়কর" প্রস্তর স্থাপনের কাজ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল।

বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তি রয়েছে, যা মিলে শীর্ষপাথরটি গঠন করবে; কিন্তু শীর্ষপাথরটি একটি বার্তার চূড়ান্ত শিখরকেও নির্দেশ করে। পেন্টেকস্ট ছিল পেন্টেকস্টীয় সময়কালের বার্তার শীর্ষপাথর; যেমন ১৮৫৬ সালে হাইরাম এডসনের কলমের মাধ্যমে যে ‘সাত সময়’-এর আলো এসেছিল, তা ছিল মিলারের বার্তার উদ্দেশ্যকৃত শীর্ষপাথর, কারণ মিলার যে প্রথম ভিত্তিগত সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা ছিল ‘সাত সময়’। ১৮৫৬ সালে শীর্ষপাথরের সত্যের নতুন আলো প্রত্যাখ্যান করা ছিল লাওদিকিয়ার মরুভূমিতে মরার জন্য বেছে নেওয়ার সমান, যেমন প্রাচীন ইসরায়েল চল্লিশ বছরের সময়কালে করেছিল। এটি ২০২৩ সালের জুলাইকে ১৮৫৬ হিসেবে চিহ্নিত করে—মিলারীয় ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় মোড় নেওয়ার সন্ধিক্ষণ এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে লাওদিকিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সন্ধিক্ষণ হিসেবে। খ্রিষ্ট ১৮৪৪ সালে কোনো অপবিত্র নারীকে বিবাহ করেননি, কারণ তিনি ছিলেন ফিলাডেলফীয়, এবং তিনি রিববারের আইনের সময়ে ফিলাডেলফিয়া থেকে এক কনেকে বিবাহ করবেন। কিন্তু আগে তাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আপনি কি প্রস্তুত?

> ভয় করো না, ছোট্ট পাল; কারণ তোমাদের পিতা সানন্দে তোমাদের রাজ্য দিতে চান। লূক ১২:৩২।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর প্রভু সেই কন্যাকে বিবাহ করলেন, যাকে তিনি তাঁকে অনুসরণ করে তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে—এবং তৃতীয় স্বর্গদূত যা কিছু প্রতিনিধিত্ব করে—প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু ১৮৬৩ সালের মধ্যে তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস লাওদিকিয়ার মরুভূমিতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের ইতিহাস তৃতীয় স্বর্গদূতের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে; ফলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারজনের সিলমোহরকরণের সময়কালে মূর্খ কুমারীদের একটি উদাহরণ প্রদান করে। কুমারীরা হল গম ও আগাছা, যাদের স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রতীকায়িত বার্তাসমূহের মাধ্যমে পৃথক করা হচ্ছে—কারণ পৃথক করার কাজটি করে স্বর্গদূতরাই।

> আমি তখন তৃতীয় স্বর্গদূতকে দেখেলাম। আমার সহগামী স্বর্গদূত বললেন, 'ভয়াবহ তার কাজ। ভয়ংকর তার মিশন। তিনি সেই স্বর্গদূত, যিনি গমকে আগাছা থেকে বেছে নেবেন, এবং স্বর্গীয় শস্যাগারের জন্য গমকে সুমিষ্ট করবেন, বা বেঁধে রাখবেন। এই বিষয়গুলিতে সমগ্র মন ও সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট থাকা উচিত।' Early Writings, 119.

প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের বার্তাসমূহ হলো পরবর্তী বৃষ্টির বার্তা, যা দুই শ্রেণীকে পৃথক করে এবং আবদ্ধ করে।

> গির্জার অভিজ্ঞতার গভীর ও শিহরণজাগানিয়া দৃশ্যাবলি জিনের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের জনগণের অবস্থান, বিপদ, সংঘাত এবং চূড়ান্ত মুক্তি দেখেছিলেন। তিনি সেই সমাপনী বার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, যা পৃথিবীর ফসলকে পাকিয়ে তুলবে, স্বর্গীয় ভাণ্ডারের জন্য আঁটি হিসেবে অথবা ধ্বংসের অগ্নির জন্য জ্বালানি হিসেবে। অপরসীম গুরুত্বের বিষয়গুলি তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, বিশেষ করে শেষ যুগের গির্জার জন্য, যাতে যারা ভ্রান্তি থেকে সত্যে ফিরে আসবে তারা তাদের সামনে থাকা বিপদ ও সংঘাত সম্পর্কে শিক্ষা পেতে পারে। পৃথিবীর ওপর কী আসছে সে বিষয়ে কারওই অন্ধকারে থাকার প্রয়োজন নেই। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৩৪১।

এই প্রজন্মে "সত্যের বাক্য"ই হলো "ফসল পাকাতে নিয়োজিত শেষের বার্তাগুলো", এবং যা দুই শ্রেণিকে পৃথক করে। সেই কাজটিই মিলারের স্বপ্নের "ধুলো ঝাড়ু-ধারী লোক"-এর কাজও বটে।

> "'যাঁহার কুলা তাঁর হাতে, এবং তিনি তাঁর মাড়াইয়ের আঙিনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধন করবেন, এবং তাঁর গম গোলায় সঞ্চয় করবেন।' Matthew 3:12. এটি ছিল পরিশোধনের সময়গুলির একটি। সত্যের বাক্যের দ্বারা ভুষি গম থেকে পৃথক করা হচ্ছিল। কারণ অনেকেই তিরস্কার গ্রহণ করার পক্ষে অতিরিক্ত অহংকারী ও আত্মধার্মিক ছিল, নম্রতার জীবন গ্রহণ করার পক্ষে অতিরিক্ত জগতপ্রেমী ছিল, তাই তারা যীশুর কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। এখনও অনেকে একই কাজ করছে। আজও আত্মাগণ পরীক্ষিত হচ্ছে, যেমন কফরনহূমের সমাজগৃহে সেই শিষ্যরা পরীক্ষিত হয়েছিল। যখন সত্য হৃদয়ে উপস্থিত করা হয়, তখন তারা দেখে যে তাদের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা নিজেদের মধ্যে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখতে পায়; কিন্তু তারা সেই আত্ম-অস্বীকারমূলক কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। অতএব, যখন তাদের পাপ প্রকাশিত হয়, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়, যেমন সেই শিষ্যরা যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এই বলে গুঞ্জরিত করতে করতে, 'এই কথা কঠিন; কে ইহা শুনিতে পারে?'" The Desire of Ages, 392.

1844 সালের মহা হতাশা থেকে শুরু করে 1863 সাল পর্যন্ত পথচিহ্ন ও ঘটনাবলি 9/11 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কেন 1844-ই 9/11?

সিস্টার হোয়াইটের লেখায় স্পষ্ট যে তৃতীয় স্বর্গদূত ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ এসেছিল, তবে ১৮৮৮ সালেও এসেছিল, যা ৯/১১-কে প্রতীকায়িত করে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সকল নবী ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্তের ইতিহাসটিকেই আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন; সুতরাং এটি দুই বা তিনজনের সাক্ষ্য নয়, বরং ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেক সাক্ষীর ঐক্যবদ্ধ সাক্ষ্য যে ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্তই সেই সময়কাল, যেখানে "প্রত্যেক দর্শনের ফল" সাধিত হয়।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন ও সমাপ্তির ইতিহাস ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ছিল, এবং এটি ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ঈশ্বরের বিস্ময়কর কার্যাবলীর সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ইতিহাস ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং সেই রেখায় ১৮৪০ হলো আলফা ও ১৮৪৪ হলো ওমেগা। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩-এর রেখায়, ১৮৪৪ হলো আলফা এবং ১৮৬৩ হলো ওমেগা। ১৮৪৪ই আলফা ও ওমেগা উভয়ই।

ক্রুশ ১৮৪৪-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এবং আলফা ও ওমেগা ক্রুশে তাঁর রক্ত ঝরালেন। ৯/১১ (১৮৪০) থেকে আমরা দেখতে পাই, প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায় এমন এক ইতিহাস তুলে ধরছে যা শুরু হয় ১৮৪০ সালে যোহনের ছোট বইটি খাওয়ার মাধ্যমে এবং ১৮৪৪ সালে তাঁর পেটে হতাশার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। খাওয়াটা শুরু; পেটের ঘটনাই শেষকে চিহ্নিত করে। দশম অধ্যায়ের শেষ পদটি দেখায় যে এই ইতিহাসটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।

> আর আমি দেবদূতের হাত থেকে সেই ছোট বইটি নিলাম, এবং তা খেয়ে ফেললাম; এবং তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি ছিল; কিন্তু আমি তা খাওয়া মাত্রই আমার পেট তিক্ত হয়ে উঠল। আর তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে আবার অনেক জনসমূহ, জাতিসমূহ, ভাষাসমূহ এবং রাজাদের সম্মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। প্রকাশিত বাক্য ১০:১০, ১১।

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় দশ এবং হাবাক্কূক অধ্যায় দুই ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের সাক্ষ্য দেয়। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩-এর ইতিহাস শুরু হয় হতাশার এক মাইলফলকে; তার পর আসে বিচ্ছুরণ, এবং তার পরেই সমবেত হওয়া। সে সময়কালে হাবাক্কূকের দুই ফলকের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে, যখন দ্বিতীয় ফলকটি ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত হয় এবং ১৮৫০ সালে বিদেশে প্রকাশিত হয়। হাবাক্কূকের ফলকসমূহের সময়কাল শুরু হয় ১৮৪২ সালের মে মাসে, যখন ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রকাশিত হয়, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখানেই শেষ হয়—হাবাক্কূকের দুই ফলকের একটির প্রকাশনার মাধ্যমে। ১৮৪৩ সালের চার্টটি আলফা, আর ১৮৫০ সালের চার্টটি ওমেগা।

১৮৫৬ সালে হাইরাম এডসন এমন এক প্রবন্ধমালা লিখেছিলেন যা উইলিয়াম মিলারের “seven times” বিষয়ক উপলব্ধিকে একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছিল। এডসনের কাজটি ছিল মিলারের কাজের ওমেগা; এটি মিলারের ভিত্তিমূলক সত্যকে এমন এক চূড়াপাথরের অবস্থানে উন্নীত করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের লোকদের ক্ষমতায়িত করা। “seven times” সম্পর্কে মিলারের আলো ছিল আলফা, আর একই বিষয়ে এডসনের আলো ছিল ওমেগা।

১৮৬৩ সালে আন্দোলনটি একটি গির্জায় পরিণত হয়, যা পরিণামে নিজের মধ্য থেকেই একটি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটাবে, যেমন মিলারাইটরা প্রোটেস্টান্টদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, যেমন শিষ্যরা ইহুদি ধর্ম থেকে বেরিয়ে খ্রিস্টধর্মে এসেছিলেন, এবং যেমন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণের জন্য নির্ধারিত পূর্বের চুক্তিবিদ্ধ জাতির মধ্য থেকেই যিহোশূয় ও কালেব এসেছিলেন।

ঠিক একই ইতিহাসে (১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩) পৃথিবীর পশুর রিপাবলিকান শিং একটি সমান্তরাল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়; এবং এই বিষয়ে সব ইতিহাসবিদ একমত যে ১৮৬৩ সালে লিংকনের দাসমুক্তি ঘোষণার মাধ্যমে এর মধ্যবিন্দুতে পৌঁছেছিল। লিংকন ছিলেন প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, যিনি তখন পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টের পর প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েছিলেন। পরে

তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই সব ভবিষ্যিদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও সর্বশেষে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্ত হয়।

১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কালপর্বে বিচ্ছুরণ ও সমাবেশ—উভয়ই—ঘটেছিল। ১৮৬৩ রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাই ১৮৪৪ সালে যে বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, ১৮৬৩ পর্যন্ত সেটিই একমাত্র বিচ্ছুরণ ছিল; যখন লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা লাওদিকিয়ার মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৪৪ একটি বিচ্ছুরণ নিয়ে আসে এবং ১৮৬৩-ও একটি বিচ্ছুরণ নিয়ে আসে; এভাবে এটি সাক্ষ্য দেয় যে ঐ ইতিহাসটি একটি চিহ্নিত ভবিষ্যিদ্বাণীমূলক প্রতীক, কারণ এটি ১৮৪৪-এ এক আলফা-বিচ্ছুরণ দিয়ে শুরু হয় এবং ১৮৬৩-এ এক ওমেগা-বিচ্ছুরণে শেষ হয়। প্রথম বিচ্ছুরণ ১৮ জুলাই, ২০২০-এ এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং চূড়ান্ত ওমেগা-বিচ্ছুরণ রবিবারের আইনে পূরণ হয়।

> সময় আসছে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ব, এবং আমাদের প্রত্যেককে একই মূল্যবান বিশ্বাসের লোকদের সঙ্গে সহভাগিতার বিশেষাধিকার ছাড়াই একাই দাঁড়াতে হবে; আর ঈশ্বর যদি আপনার পাশে না থাকেন এবং আপনি না জানেন যে তিনি আপনাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও পথনির্দেশ করছেন, তবে আপনি কীভাবে দাঁড়াতে পারবেন? রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৫ মার্চ, ১৮৯০।

শুধু ঈশ্বর "তোমার পাশে" দাঁড়ালেই যথেষ্ট নয়; তোমাকেও "জানতে হবে যে তিনি তোমাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং পথপ্রদর্শন করছেন"। এই সত্যটি ভবিষ্যিদ্বাণীর একটি বিষয়, যা "তোমরা প্রভুকে জানবে"— কখন, তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বাক্যাংশে উপস্থাপিত হয়েছে।

> আর তোমরা প্রচুর খাবে এবং তৃপ্ত হবে, এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের নামের স্তব করবে, যিনি তোমাদের জন্য আশ্চর্য কাজ করেছেন; আর আমার প্রজা আর কখনো লজ্জিত হবে না। আর তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝখানে আছি, এবং আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, আর অন্য কেউ নেই; আর আমার প্রজা আর কখনো লজ্জিত হবে না। ... সুতরাং তোমরা জানতে পারবে যে আমি, তোমাদের ঈশ্বর প্রভু, সিয়োনে, আমার পবিত্র পর্বতে বাস করি; তখন যিরূশালেম পবিত্র হবে, এবং তার মধ্য দিয়ে আর কোনো পরদেশী যাবে না। যোয়েল 2:26, 27, 3:17.

যখন যিরূশালেম পবিত্র, তখন সে বিজয়ী মণ্ডলী; কারণ যুদ্ধরত মণ্ডলীকে সংজ্ঞায়িত করা হয় গম ও আগাছা দিয়ে গঠিত এক মণ্ডলী হিসেবে, এবং যখন "আর কোনো অপরিচিত যিরূশালেমের মধ্য দিয়ে যাবে না", তখন ঈশ্বরের লোকেরা "জানবে" "যে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও পথনির্দেশ করছেন।" তারা জানে, কারণ তারা সেইসব লোক, যারা "সাতবার" প্রার্থনা পূরণ করছে, যার মধ্যে এই স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত যে ঈশ্বর আপনাকে লাওদিকীয় হিসেবে নেতৃত্ব দেননি; কিন্তু যখন আপনি ফিলাদেলফীয় হয়ে পরিবর্তিত হবেন, তখন আপনি জানবেন "যে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও পথনির্দেশ করছেন" এবং যে ঈশ্বর "ইস্রায়েলের মধ্যস্থে আছেন।"

১৯ এপ্রিলের আলফা বিচ্ছুরণ (হতাশা) এবং ২২ অক্টোবরের ওমেগা বিচ্ছুরণ (হতাশা) উভয়ই ২২ অক্টোবরের মহা হতাশার পর প্রকাশিত প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়। প্রকাশনা মিলারাইট ইতিহাসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাববাণীমূলক ইতিহাসে একটি ভাববাদী চিহ্ন, সুতরাং ১৮৪৪ সালের পর যে বিষয়টি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সেই ইতিহাসের একটি মাইলফলক, এবং সেই মাইলফলকটি একটি

বিচ্ছুরণকে চিহ্নিত করে।

১৮৪৭-প্রবাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবশিষ্টেরা

> 'ক্ষুদ্র পাল'-এর প্রতি একটি কথা।
>
> "নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি The Day-Dawn-এর জন্য লেখা হয়েছিল, যা নিউ ইয়র্কের ক্যানান্ডাইগুয়া শহরে O. R. L. Crosier দ্বারা প্রকাশিত হত। কিন্তু যেহেতু সেই পত্রিকাটি এখন আর প্রকাশিত হচ্ছে না, এবং এটি আবার প্রকাশিত হবে কি না আমরা জানি না, তাই মনে হয়েছে আমাদের কয়েকজনের মতে, এগুলোকে এই রূপে দেওয়াই শ্রেয়। আমি 'ছোট পাল'-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেই বিষয়গুলির প্রতি, যা খুব শীগগিরই এই পৃথিবীতে ঘটতে চলেছে. . . ."
>
> পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে মিসেস ই. জি. হোয়াইট রচিত তিনটি লেখা A Word to the 'Little Flock.' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল। . . .
>
> "Mrs. White-এর দ্বিতীয় বার্তাটি, যা ১৪-১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, To the Remnant Scattered Abroad শিরোনামে তাঁর প্রথম দর্শনের বিবরণ। এটি ২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৫-এ Enoch Jacobs-কে ব্যক্তিগত চিঠি হিসেবে লেখা হয়েছিল, এবং প্রাপক তা ২৪ জানুয়ারি, ১৮৪৬-তারিখের The Day-Star-এ প্রথম প্রকাশ করেন। এরপর ৬ এপ্রিল, ১৮৪৬-এ James White ও H. S. Gurney এটি ব্রডসাইড আকারে পুনর্মুদ্রণ করেন। A Word to the 'Little Flock'-এ যে বিবৃতিটি রয়েছে, সামান্য সম্পাদকীয় পরিবর্তন ও সংযোজিত শাস্ত্র-উল্লেখ ব্যতীত, তা প্রথম মুদ্রিত দর্শনের পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে অভিন্ন।" James White, A Word to the 'Little Flock', ২৫.

১৮৪৪ সালটি এক স্বর্গদূতের আগমন এবং এক হতাশাকে চিহ্নিত করে। ১৮৪৫ সালে প্রথম দর্শনটি লিখিত হয় এবং ১৮৪৬ সালে তা প্রকাশিত হয়। প্রথম দর্শনটি ছিল "সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অবশিষ্টদের" উদ্দেশে। আমি সন্দেহ করি যে অবিবাহিতা কিশোরী ভবিষ্যদ্বক্ত্রী যখন তার প্রথম দর্শনটি লিখছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে "অবশিষ্ট"দের একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োজনীয়তাবশত তাদের "সারা বিশ্বে ছড়িয়ে" থাকতে হবে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। ১৮৪৬ সালে হোয়াইটেরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, ফলে এলেনের শেষ নাম পরিবর্তিত হয়ে "White" হয়। একই বছরে হোয়াইটেরা সপ্তম দিনের সাবাথ পালন শুরু করেন। ১৮৪৬ সালে চুক্তিটি চূড়ান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়; ১৮৪৪ সালে শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিবাহ ১৮৪৬ সালে সম্পূর্ণতা পায়; এবং ১৮৪৭ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা মুদ্রিত হয়ে ডাকযোগে পাঠানো হয়।

মে, ১৮৫০

> প্রিয় পাঠক—এই পর্যালোচনায় আমার উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র সত্যের আলোকে ভ্রান্তি উন্মোচন করা। . . .
>
> "ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পালকে এই ছোট্ট রচনা উপস্থাপন করে, আমি এই বিষয়ে তাদের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করছি; আর ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ যোগ করুন। আমেন।" জেমস হোয়াইট, সপ্তম দিনের সব্বাথ বাতিল করা হয়নি, ২।

জেমস হোয়াইটের প্রকাশনাটি নির্দেশ করে যে তাঁর পাঠকমণ্ডলী তখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এক পাল ছিল; তবে এটি সপ্তম দিনের বিশ্রামদিনের পক্ষে এক প্রতিরক্ষাও বটে। বিশ্রামদিন ও তৃতীয় স্বর্গদূত সম্পর্কে মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদের উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রাথমিক রূপ। এটি যে বছর ১৮৫০ সালের চার্ট প্রকাশিত হয়েছিল, সেই একই বছরেই প্রকাশিত হয়, এবং একত্রে তারা আসন্ন রবিবারের আইনসংক্রান্ত সংকটের জন্য প্রভুর সৈন্যবাহিনীর গড়ে ওঠাকে প্রতীকায়িত করে। যীশু সর্বদা শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন, এবং ১৮৪৪ সালে যারা ১৮৪৩ সালের চার্ট ব্যবহার করে বার্তাটি উপস্থাপন করছিলেন, তারা প্রতীকীভাবে তুলে ধরছিলেন তাদের, যারা পরে ১৮৫০ সালের চার্ট ব্যবহার করে সেই বার্তাটি উপস্থাপন করবেন। হাবাক্কূকের দুই ফলকের সময়কাল শুরুর দিকে লোকেরা হাবাক্কূকের ফলকের সাথে সমন্বয়ে যুগোপযোগী বার্তা ঘোষণা করছিল, এবং ১৮৫০ সালে জেমস হোয়াইট ১৮৫০ সালের চার্টের সাথে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা উপস্থাপন করেন। এই চার্টটি ১৮৪৯ সময়কালে ভাই নিকলস প্রস্তুত করেছিলেন; সেই সময়ে জেমস ও এলেন হোয়াইট ভাই নিকলসের সঙ্গেই বসবাস করছিলেন। জেমস হোয়াইট ১৮৫০ সালের চার্ট প্রণয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, এবং সেই বছরই তিনি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচার শুরু করেন।

> "২৩শে সেপ্টেম্বর, [১৮৫০], প্রভু আমাকে দেখালেন যে তিনি তাঁর লোকদের অবশিষ্ট অংশকে উদ্ধার করার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেছেন, এবং এই সমবেতকরণের সময়ে প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতে হবে। বিচ্ছুরণের সময় ইস্রায়েল আঘাতপ্রাপ্ত ও ছিন্নভিন্ন ছিল; কিন্তু এখন সমবেতকরণের সময় ঈশ্বর তাঁর লোকদের আরোগ্য করবেন এবং তাদের ক্ষত বেঁধে দেবেন। বিচ্ছুরণে সত্য প্রচারের জন্য করা প্রচেষ্টার প্রভাব খুবই সামান্য ছিল, তাতে খুব কম বা প্রায় কিছুই সম্পন্ন হয়নি; কিন্তু সমবেতকরণের সময়, যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের জড়ো করতে তাঁর হাত বাড়িয়েছেন, তখন সত্য প্রচারের প্রচেষ্টাগুলি তাদের অভিপ্রেত ফল দেবে। সকলেরই ঐক্যবদ্ধ ও উদ্যমীভাবে কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত। আমি দেখলাম, এখন সমবেতকরণের সময় আমাদের পথনির্দেশের জন্য কেউ যদি উদাহরণ হিসেবে বিচ্ছুরণের দিনগুলোর কথা টানে, সেটি লজ্জার বিষয়; কারণ ঈশ্বর যদি এখন আমাদের জন্য তখন যতটা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি কিছু না করেন, তবে ইস্রায়েল কখনোই সমবেত হবে না। সত্য যেমন প্রচার করা দরকার, তেমনি একটি পত্রিকায় তা প্রকাশ করাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১ নভেম্বর, ১৮৫০.
>
> পৃষ্ঠা ৭৪-এ বর্ণিত যে দর্শনে বলা হয়েছে, 'তাঁর লোকদের অবশিষ্টাংশকে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন,' তা কেবলমাত্র যারা খ্রিষ্টের প্রত্যাশায় ছিল তাদের মধ্যে একসময় বিদ্যমান থাকা ঐক্য ও শক্তির প্রতিই নির্দেশ করে, এবং এ সত্যের প্রতিও যে তিনি আবারও তাঁর লোকদের একত্রিত করতে ও তাঁদেরকে তুলে দাঁড় করাতে শুরু করেছিলেন। আর্লি রাইটিংস, ৮৬।

Early Writings-এ Sister White, Review and Herald-এর একটি অংশ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, যেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা যিশাইয়াহ-এর কথা ব্যবহার করে বলছেন, "the Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people." তিনি ১৮৫০ সালে তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি যখন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ঐ লোকদের অতিপবিত্র স্থানে একত্র করলেন, তা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬৭৭ সাল থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত চলা বিচ্ছুরণের সমাপ্তিলগ্নে। আক্ষরিক মহিমান্বিত দেশে বসবাসকারী আক্ষরিক যিহূদা খ্রিষ্টপূর্ব ৬৭৭ সালে লেবীয় পুস্তক ২৬-এর "সাত

সময়"-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২৫২০ বছর ধরে বিচ্ছুরিত ছিল। ২৫২০ বছর পূর্তিতে, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ একত্রিত হয়েছিল এবং তারা সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছুরিত হয়, আর প্রভু যখন দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেন, তখন সেই বিচ্ছুরণ সমাপ্ত হয়। ঐ অংশে তিনি তাদের দ্বিতীয়বার একত্র করেন দুটি কাজ সম্পন্ন করতে: "bind up his people" এবং "raise up" তাঁর লোকদের।

> "তখন আমি তৃতীয় স্বর্গদূতকে দেখলাম। আমার সহগামী স্বর্গদূত বললেন, 'ভয়ঙ্কর তার বাক্য, ভয়াবহ তার মিশন। তিনি সেই স্বর্গদূত, যিনি গমকে আগাছা থেকে পৃথক করবেন এবং স্বর্গীয় গোলাঘরের জন্য গমকে সিলমোহর দেবেন বা বেঁধে রাখবেন।' এই বিষয়গুলো সমগ্র মন, সমগ্র মনোযোগকে নিয়োজিত করা উচিত। আবার আমাকে দেখানো হলো যে, আমরা দয়ার শেষ বার্তা পাচ্ছি—এমনটি বিশ্বাস করে যারা, তাদের প্রতিদিন নতুন ভ্রান্তি গ্রহণ বা আত্মসাৎ করছে এমন লোকদের থেকে পৃথক থাকা প্রয়োজন। আমি দেখলাম যে ভুল ও অন্ধকারে যারা রয়েছে, তাদের সমাবেশে তরুণ বা বৃদ্ধ—কেউই উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। স্বর্গদূত বললেন, 'যে বিষয়গুলোর কোনো লাভ নেই, সেগুলোর উপর মনকে স্থির করে রাখা বন্ধ করো।'" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৫, ৪২৫।

১৮৫০ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় সমবেতকরণটি ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর (বন্ধন) প্রতীকায়িত করেছিল, যখন তাঁদেরকে একটি নিশান হিসেবে "উত্থাপিত" করে উচ্চে তোলা হয়। ১৮৫০ নির্দেশ করে কখন প্রভু এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সমবেত করেন। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োজনবশত তাঁদের সমবেত হওয়ার আগে বিক্ষিপ্ত থাকা আবশ্যক ছিল। অতএব, প্রকাশিত বাক্য ১১:১১-এর "সাড়ে তিন দিন" ১২৬০-কে প্রতীকায়িত করে, যা ২৫২০-এর অর্ধকে, এবং ১৮ জুলাই, ২০২০-এর পর সংঘটিত বিক্ষিপ্ততাকে উপস্থাপন করে। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১ তাদের দ্বিতীয় সমবেতকরণকে প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হওয়ার জন্য নির্ধারিত, এবং যিশাইয় ১১:১১-এ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে, জাতিদের উদ্দেশে যে নিশান উত্তোলিত হয় সেটিকেও।

> আর সেই দিনে যিশির একটি মূল হবে, যা জনগণের জন্য এক নিশানরূপে দাঁড়াবে; তার কাছে অন্যজাতিরা আশ্রয় নেবে, এবং তার বিশ্রামস্থান হবে মহিমাময়।
>
> আর সেই দিনে এমন হবে যে প্রভু আবার দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়াবেন, তাঁর লোকদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের উদ্ধার করতে—আশূর থেকে, মিশর থেকে, পাথ্রোস থেকে, কূশ থেকে, এলাম থেকে, শিনার থেকে, হামাত থেকে, এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে।
>
> তিনি জাতিদের জন্য একটি পতাকা উত্থাপন করবেন, ইস্রায়েলের বিতাড়িতদের সমবেত করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার বিচ্ছুরিতদের একত্র করবেন। ইশাইয় ১১:১০, ১১, ১২।

১৮৫০ সালে, হবকূকের দুটি ফলকে উপস্থাপিত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার সঙ্গে মিলিতভাবে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা উপস্থাপন করছিলেন যারা, তাদের সমবেত করতে প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, হবকূকের দুটি ফলকে উপস্থাপিত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার সঙ্গে মিলিতভাবে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা উপস্থাপন করছিলেন যারা, তাদের সমবেত করতে প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন। ১৮৫০ এবং ২০২৩ সালের জুলাই উভয়ই যিশাইয় নবীর পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১১

পদে যেমন বলা হয়েছে, তার লোকদের "অবশিষ্টাংশ"-এর সমবেত হওয়াকে চিহ্নিত করে। ১১ পদটি ১০ এবং ১২ পদের মাঝখানে, এবং ঐ দুই পদেই সারা বিশ্বের কাছে নিশান উত্তোলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনটি পদের প্রত্যেকেটিই সেই নিশানকে চিহ্নিত করছে, যদিও মাঝের পদটি তাদেরকে 'অবশিষ্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে। সেখানে ঐ অবশিষ্টদের দ্বিতীয়বার সমবেত করা হয় এবং যেসব গোত্র থেকে তাদের সমবেত করা হয়, সেই গোত্রের সংখ্যা আট। "৮" কেবল নোয়ার নৌকায় থাকা তাদেরই বোঝায় না, যারা মৃত্যু না দেখেই পুরাতন জগত থেকে নতুন জগতে গিয়েছিলেন; বরং "৮" আরও বোঝায় তাদের, যারা সাতটি মণ্ডলীর ধারার অষ্টম মণ্ডলী। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১-র দুই সাক্ষী হলেন তাঁরা, যারা পুনরুত্থিত হয়েছেন। "৮" সংখ্যা পুনরুত্থানের প্রতীক, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক, বাপ্তিস্মের প্রতীক এবং যাঁরা লাওদিকিয়া থেকে ফিলাদেলফিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে জাতিসমূহের প্রতি ইশাইয়ার নিশান হয়ে ওঠেন—তাদের প্রতীক। প্রভু ১৮৫০ থেকে ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেন এবং আবার ২০২৩ সালের জুলাই মাসে।

২০২৩ সালে, ১৮৫৬ সালের মতোই সাত সময় সম্পর্কে নতুন আলোকপাত হয়েছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন প্রভু তাঁর অবশিষ্ট জনগণকে একটি সিনোবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলেন।

ইশাইয়া ১১:১১ পুরোপুরি মিলে যায় প্রকাশিত বাক্য ১১:১১-এর সঙ্গে, যা পুরোপুরি মিলে যায় দানিয়েল ১১:১১-এর সঙ্গে। ইশাইয়া ও যোহন একটি অভ্যন্তরীণ ইতিহাস উপস্থাপন করছেন, আর দানিয়েল একটি বাহ্যিক ইতিহাস। দানিয়েলের ১১:১১-এর বাহ্যিক ধারা যোহনের ১১:১১-এর অভ্যন্তরীণ ধারার সঙ্গে সমান্তরালে চলে, এবং ইশাইয়ার ১১:১১ অভ্যন্তরীণ ধারার সেই পতাকা উপস্থাপন করে, যে বাহ্যিক ধারা থেকে ঈশ্বরের অন্য পালকে ডাকে। পালমনি এই অংশগুলোকে একটি চিমৎকার গাঁথুনিতে বেঁধে দিয়েছেন, যা কেবল তিনিই করতে পারেন যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

কৃত্রিম তথ্যের সঙ্গে সংলাপ:

গণিতের জগতে "১১" সংখ্যাটির কোনো তাৎপর্য আছে কি?

হ্যাঁ, সংখ্যা ১১-তে গণিতিগতভাবে প্রকৃত আগ্রহ ও গুরুত্বের বেশ কিছু দিক রয়েছে (শুধু একটি মৌলিক সংখ্যা হওয়ার বাইরে)। এখানে গণিতবিদ ও গণিতানুরাগীরা প্রায়ই যে প্রধান দিকগুলো তুলে ধরেন, সেগুলো হলো:

১১ হলো পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা, ক্ষুদ্রতম দুই অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা এবং দশমিক ভিত্তিতে প্রথম প্যালিনড্রোমিক মৌলিক সংখ্যা। "১১" হলো ক্ষুদ্রতম রেপিউনিট (পুনরাবৃত্ত একক নিয়ে গঠিত সংখ্যা) যা একটি মৌলিক সংখ্যা। এটি একমাত্র দুই অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা যার দুই অঙ্কই একই। ১১, ২২, ৩৩, ৪৪ ইত্যাদি শুধু "১১"-এর ক্ষেত্রেই কাজ করে। "১১" একটি মির্সেনে মৌল-সূচক। ১/১১ = ০.০৯০৯০৯... এর দশমিক সম্প্রসারণের পুনরাবৃত্তির পর্ব মাত্র ২, কিন্তু ১/১১ আরেকভাবে বিখ্যাত: ১১, ১০১, ১০০৯, ১০০০৭, ১০০০০৩, ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যার ক্রম গাণিতিক প্রগতিতে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনায় দেখা যায়। ২২ ক্রমের ডাইহড্রিাল গুচ্ছ (নিয়মিত ১১-ভুজের সমমিতি)

উল্লেখযোগ্য, কারণ "১১" হলো ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা যার জন্য ওই ডাইহেড্রাল গুচ্ছটির গুচ্ছ তত্ত্বে আগ্রহের অ-আবেলীয় কেন্দ্রহীন গঠন রয়েছে। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে (স্ট্রিং তত্ত্ব / এম-তত্ত্ব) প্রায়ই মহাবিশ্বকে ১১টি স্থানকাল মাত্রায় মডেল করা হয়, এবং ঐ ক্ষেত্রে কাজ করা পদার্থবিদ ও গণিতবিদরা ১১-এর উপস্থিতি নিয়ে প্রায়ই মন্তব্য করেন। "১১" হলো জোড় সংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট একমাত্র প্যালিনড্রোমিক মৌলিক সংখ্যা (২-এর বেশি জোড় অঙ্কবিশিষ্ট অন্যান্য সবগুলো ১১ দ্বারা বিভাজ্য এবং তাই যৌগিক)। এটি প্রমোদধর্মী সংখ্যাতত্ত্বের একটি উপপাদ্য।

সারকথা:

যদিও “১১” π, e বা সুবর্ণ অনুপাতের মতো একই সুপারস্টার মর্যাদা পায় না, এটি বারবার বহু ঘটনায় ক্ষুদ্রতম বা প্রথম উদাহরণ হিসেবে সামনে আসে (প্রথম রেপিউনিট মৌলিক সংখ্যা, জোড় সংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট প্যালিনড্রোমিক মৌলিক সংখ্যার মধ্যে একমাত্রটি, অনেক প্রমাণ ও পাল্টা-উদাহরণে শুরুর দিকেই উপস্থিতি, এম-তত্ত্বে ১১ মাত্রা, ইত্যাদি)। তাই হ্যাঁ—গণিতজগত ১১-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হিসেবেই বিবেচনা করে।

> "যিনি বাক্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা। খ্রিষ্ট তাঁর শিক্ষাগুলো উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন, তাঁর শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকৃতির সরল বিধিগুলোর দিকে এবং সেই পরিচিত বস্তুগুলোর দিকে, যা তারা প্রতিদিন দেখত ও স্পর্শ করত। এইভাবে তিনি তাদের মনকে প্রাকৃতিক থেকে আধ্যাত্মিকের দিকে পরিচালিত করতেন। অনেকে তাঁর দৃষ্টান্তগুলোর অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেনি; কিন্তু মহান শিক্ষক যেসব বস্তুর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সত্যকে সংযুক্ত করেছিলেন, তারা দিনে দিনে সেই বস্তুগুলোর সংস্পর্শে আসতে আসতে, কেউ কেউ সেই ঐশ্বরিক সত্যের পাঠগুলো অনুধাবন করল, যেগুলো তিনি তাদের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, এবং এরা তাঁর মিশনের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো এবং সুসমাচার গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হলো।" Sabbath School Worker, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৯।

> "এইভাবে প্রাকৃতিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে পথপ্রদর্শন করে, খ্রিস্টের দৃষ্টান্তসমূহ সত্যের শৃঙ্খলের কড়িগুলি, যা মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পৃথিবীকে স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত করে।" Christ's Object Lessons, 17.